ইয়া ওহহাবু ইসিমের আমলসমূহ

আমলের মধ্যে চিত্তাকর্ষক বিষয় বিদ্যমান আছে এমন আমলকারীদের কাছে এ বিষয়টি জানা আছে যে, রিজিকবৃদ্ধি, ধন প্রাপ্তি, গুপ্তধন প্রাপ্ত, মালের মধ্যে বরকত, সম্পদ, বিজিক, রোজি বৃদ্ধির জন্য যে ইসিমটি কাজ করে ইহা **"ইসমে ওহহাব"**।

এই ইসিম মোবারক এর আমল প্রকাশ করছি যা খাস ছিল। এখানে প্রকাশিত করে (মুমিন-মুসলমানদের জন্য) আম করা হচ্ছে।

এখানে ইয়া ওহহাবু ইসিম দ্বারা তিনভাবে আমল করার পদ্ধতি বয়ান করা হল। নিচে এই তিন রকম আমলের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হল।

প্রথম নিয়ম

১১ দিনে ইসিমটি সোয়া লাখ বার পড়তে হবে। তারপর ১০১ বার পড়বেন-

يَا عَزِيْزُ رَبُّ العَرْشِ المجيدِ ٠

তারপর **ইয়া ওহহাবু** ইসিমের ওজিফা পড়া শুরু করবেন। পড়ার সময় শুধুমাত্র লুঙ্গি অথবা সিলাইবিহীন এক কাপড় পরিধান করবেন আর কিছুই শরীরে থাকতে পারবে না। এই ওজিফা ইশার নামাজের বিতির নামাজের আগে পড়া চাই। সোয়া লক্ষ বার পড়া শেষ হয়ে গেলে প্রতিদিন এই ইসিমটি ৩৬৪বার দুরূদ শরীফসহ (অজিফা হিসেবে) পাঠ করতে হবে যাতে আমল কাবুতে থাকে। সোয়ালক্ষ বার পড়া শেষ হলে আপনি আমিল হয়ে যাবেন। আমিল হওয়ার পর যখনই প্রয়োজন হবে এমনকি ১১ দিন শেষ হওয়ার পরপরই দরকার হলে ১২ নম্বর দিন চার জন নামাজী পরহেজগার লোক এবং পাঁচটি কুত্তাকে খাবার খাওয়াতে হবে।

দাওয়াত খাওয়ানোর ছামানা হল

“গন্ধম শস্য চাউল বিশেষ (যা ৬০ দিনে উৎপাদিত হয়) চার সের, বকরির গোস্ত সোয়া সের, দই তিন পোয়া, পিয়াজ সোয়া সের, হলুদ রংয়ের তেল তিন পোয়া”

যে দিন দাওয়াত করবেন সেদিন অতি ভোরে জঙ্গলের মধ্যে চলে যাবেন। ঐ ব্যক্তি জঙ্গলে একটি কালো কুত্তা দেখতে পাবে।

এই কুত্তাকে বলবেন-

“আজ সন্ধ্যায় মাগরীবের নামাজের পর আমার বাড়ীতে আপনার দাওয়াত, আপনি তাশরীফ আনবেন”

তারপর পীছনে ফিরে চলে আসবেন আর পিছনের দিকে তাকাবেন না। খানা তৈরি এমন সময় আরম্ভ করবেন যাতে বাদ মাগরীব খাবার তৈরি হয়ে যায়। এক চাদর বা বিছানার মধ্যে চারজন লোককে বসাবেন এবং কুত্তার জন্য অপেক্ষা করবেন ইনশাহ্ আল্লাহ্ কুত্তা অবশ্যই আসবে। নামাজী ব্যক্তিরা যেখানে বসবে সেই জায়গায় থালার মধ্যে বা তশতরির মধ্যে কুত্তার অংশ সমানভাবে ভাগ করে আলাদা করে রাখবেন।

যখন কুত্তা খানা খেয়ে চলে যাবে তখন হতেই ঐ ব্যক্তির এমন দরজা খুলে যাবে যে, আমিল নিজের মকছুদ/ উদ্দেশ্য হাছিল হবে। রূপার দরকার হলে রোপা মিলবে, ধন, গুপ্তধন প্রয়োজন হলে মিলবে, মূল্যবান সামগ্রীর দরকার হলে মিলবে, চাকরির দরকার হলে অবশ্যই মিলবে। চাকুরীর পদন্নতি দরকার হলে অবশ্যই উন্নতি হবে। কারবারে উন্নতি দরকার হলে মিলবে।

কুত্তা খানা খাওয়ার পর যখন চলে যাবে তখন যে দোয়া করবে পুরা হবে। একই সময়ে একটিমাত্র মকছুদের কথা উল্লেখ করবে এবং কুত্তার কাছ থেকে পরহেজ করা বা দুরত্ব বজায় রাখা লাগবে না। এটাতো জাহিরী শরীর কিন্তু বাতিনী অবস্থা অন্য কিছু যা মানুষের জ্ঞানের বাইরে। এই ইসিমের তিন চিল্লা করা আবশ্যক।

কুত্তার আসল চেহারা দেখা সম্ভব কিন্তু আছলী চেহারা দেখার প্রতি মনোযোগী হবে না।

দ্বিতীয় নিয়ম

৪৪১৪ বার প্রতিদিন ইসমে ওহহাব ফজরের নামাজের পর একই বৈঠকে যথাযথ নিয়মে **(তরকে হায়ওয়ানাত জালালী ও জামালী)** পাঠ করতে হবে। প্রতিদিন রোজা রাখতে হবে। শুধুমাত্র রুটি (নেমকছাড়া) আহার করবে। প্রতিদিন নিচের নকশা ১৪ টি লিখে আটার গুলির মধ্যে ভরে দরিয়ায় কিংবা (মাছ আছে এমন) কোনো নদী/পুকুর ইত্যাদিতে ফেলে দিবে।

৪১ দিন পর্যন্ত তাবিজ ১৪টি করে লিখে ১টা তাবিজ বিছানার নিচে রেখে দেবে এবং ঘুমিয়ে যাবে। ইনশাহ আল্লাহ্ গায়েব হতে ১৪টি রোপার মুদ্রা মিলবে। কিন্তু এই ভেদ কাউকে জাহির করবে না। মুহতাজ ও মিসকিনদের সাহায্য সহায়তা করবে। নকশটি হলো-

١	١٠	٣
٥	بحق يا وَهَّابُ	٩
٨	٤	٢

বিশেষ দ্রষ্টব্য: তাবিজটি খানায়ে আউয়াল থেকে লিখতে হবে। তা না হলে তাবিজের আছর প্রকোট হবে না।

যখন **ইসমে ওহহাব** এর অজিফা খতম করবে তখন সূরা মুজাম্মিল ১১ বার তিলাওয়াত করবে। এবং একটি নকশা লিখে আপনার সামনে রাখবে। যে জায়গায় **ইসমে ওহহাব** লিখা আছে এই জায়গায় ১

অথবা যত পরিমাণ চাও রূপার সংখ্যা লিখে দিবে কিন্তু ১৪টি রূপার বেশি লিখবে না। ইসমটি পড়ার নিয়ম হলো-

اجب يا جبر ائيل بحق يا وهاب ٠

ধন সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়াসহ মানুষ বশিকরণ এবং বিজয় বহুত হবে। অন্যের কৃত আমল বা বাতিনী ভেদ তোমার কাছে জাহির হতে থাকবে, তুমি কখনো তা কারো কাছে প্রকাশ করবে না।

তৃতীয় নিয়ম

এই নিয়ম বিজয় ও বশিকরণের জন্য খাস। এই ইসিমটি ১১ দিন পর্যন্ত সোয়া লাখ বার। এই আমল পুরোপরি খালওয়াতের নিয়ম মেনে আমল করতে হবে।

যার নিয়ম হলো

৭দিন এই ইসিমটি প্রতিদিন ১১৩৬৪ বার পাঠ করবে এবং বাকী ৪দিন প্রতিদিন ১১৩৬৩ বার পাঠ করবে। তাহলে ১১দিনে মোট সোয়া লক্ষ বার পড়া হবে। চিল্লা শেষ হলে প্রতিদিন ১০১ বার এই ইসিম ওজিফা আকারে পাঠ করতে হবে। এবং নিজের শরীরে দম করবে। এই ইসিমের একটি তাবিজ বানিয়ে আপনার ঠিক ডান বাজুতে বান্ধিয়া লইবে। চিল্লা খতম হলে এই ইসিমের মোযেজা দেখতে পারবে। অসংখ্য জয়লাভ হবে। যদি তুমি চাও হাজারো লোক তোমার কথা শুনবে, তোমাকে মানবে, তোমার কথামতো চলবে এই সকল কাজ এই ইসিম মোরাবকের বকরতেই সমাধান হবে। চিল্লা শেষে নামাজ ও রোজার পাবন্দ থাকতে হবে। ইসিম মোবারকটি হলো-

١	١٠	٣
٥	الوهاب ذو الطول	٩
٨	٤	٢

বিশেষ দ্রষ্টব্য: তাবিজটি খানায়ে আউয়াল থেকে লিখতে হবে। তা না হলে তাবিজের আছর প্রকোট হবে না।

(সমাপ্ত)